বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত নারী ও অধ্যয়নরত নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে আইন ও করণীয়

উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি নানারূপ যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটে থাকে। এসব ঘটনার কিছু কিছু খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও বেশির ভাগই রয়ে যায় আমাদের অগোচরে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানসমূহে এরূপ ঘটনার প্রতিকার বিষয়েও যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ না করার পরিণতিতে নারীরা নানা শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

১৪মে ২০০৯ তারিখ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসহ নারীর সার্বিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ ও নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের আলোকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে একটি অভিযোগ কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) বাউবিতে কর্মরত নারীদের যৌন হয়রানিমূলক আচরণ হতে সুরক্ষা দেওয়া;
(খ) বাউবিতে অধ্যয়নরত নারী শিক্ষার্থী বা সেবা নিতে আসা যেকোনো নারীকে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ হতে সুরক্ষা দেওয়া;
(গ) যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা;
(ঘ) যৌন নিপীড়নের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
(ঙ) 'যৌন নিপীড়ন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ' এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক যৌন হয়রানি বলতে বুঝায়:

ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের পরোক্ষ প্রচেষ্টা;
খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;
গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;
ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;
ঙ) পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন;
চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি;
ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা:
জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোনোকিছু লেখা;
ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;
ঞ) যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া;
ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;
ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উল্লিখিত 'ক' হতে 'ঠ'-তে বর্ণিত আচরণসমূহ শুধু অপমানজনক নয় একই সাথে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ। যদি কোনো নারী এ ধরনের আচরণের শিকার হন এবং যদি তিনি যৌক্তিকভাবেই মনে করেন যে, এই বিষয়ে প্রতিবাদ করলে কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্র বা যেখানে তিনি আছেন সেখানে তিনি বাধার সম্মুখীন বা প্রতিকূলতার শিকার হতে পারেন তাহলে উক্ত আচরণসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে।

অপরাধের শাস্তি: কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে অভিযোগ কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে। অভিযোগ কমিটির তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অভিযুক্তকে শ্রেণিকক্ষে আসা থেকে বিরত রাখতে পারেন। তদন্ত শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি উক্ত অভিযোগ দণ্ডবিধির যেকোনো ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালতে বিচার হবে। তবে যদি কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তবে কমিটি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে।

অভিযোগ করার পদ্ধতি:

কমিটির কাছে নিম্নোক্ত উপায়ে অভিযোগ করা যাবে:

(১) সাধারণভাবে ঘটনার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরাসরি অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে হবে;

(২) অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার নারী নিজে অথবা তার কোনো আত্মীয়, বন্ধু বা আইনজীবীর মাধ্যমে বা সরাসরি হাজির হয়ে, ডাকযোগে চিঠির মাধ্যমে, এসএমএস; she@bou.ac.bd ই-মেইলে অথবা অভিযোগ বক্সে লিখিত অভিযোগপত্র জমা করতে পারবেন;

(৩) অভিযোগ কমিটি অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখবে এবং অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে;

(৪) অভিযোগ কমিটি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/নীতিমালা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং তদন্তের ফলাফল যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

বাউবিতে অভিযোগ পাঠানোর ঠিকানা:

১। **আহ্বায়ক**
যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে গঠিত "অভিযোগ কমিটি"
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
বোর্ড বাজার, গাজীপুর-১৭০৫

২। ই-মেইল ঃ she@bou.ac.bd

৩। প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত অভিযোগ বক্স।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY